দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...07 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ নিয়োগের মূলোচ্ছেদ হওয়া দরকা

সরকারি অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দলবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে অবৈধ নিয়োগে
অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আবারও সেই অভিযোগের সত্যতা মিলিয়াছে। বিগত আমলে শুধু রাজশা
বিশ্ববিদ্যালয়েই দলীয় বিবেচনায় সাত শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অবৈধভাবে নিয়ে
দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ তদন্তে এ
ভয়াবহ তথ্যটি বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইতঃপূর্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যাল
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উঠিয়াছে এবং তদন্তে তাহা প্রমাণিতও হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউজিসি'র অনুমোদিত একটি জনবল কাঠামো রহিয়াছে। রহিয়াছে আর
কিছু প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুন। সেই অনুযায়ী ইউজিসি তাহাদের অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিয়া থাকে। কি
তদন্তে দেখা গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মনীতিরই তোয়াক্কা করা হ
নাই। বহু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় দলীয় বা গোষ্ঠী স্বার্থকেই সকলের উর্ধ্বে স্থান দেও
হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই সুযোগে নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে
কর্মকর্তা হইতে শুরু করিয়া একশ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নিজেদের পকেটও ভা
করিয়াছেন। ফলে একদিকে তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী বা অযোগ্য বহু ব্যক্তি যেমন শিক্ষক হিসা
নিয়োগ পাইয়াছেন, অন্যদিকে উচ্চ মেধাসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিরা নিয়োগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা
শিক্ষার মানই শুধু অবনমিত হয় নাই, সামগ্রিকভাবে ধসিয়া পড়িয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নৈতিকত
মানও। সংক্রামক ব্যাধির মতো ইহার ভয়াবহ কুফল এখন আমাদের সমাজ ও রাজনীতির সর্বত্র
দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজি, দুর্নীতি ও অবৈধ নিয়োগের মূলোচ্ছেদ হওয়া দরকার। মূলোচ্ছেদ করিতে
হইলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার প্রশ্ন সামনে চলিয়া আসে। কারণ বিশ্ববিদ্যাল
স্বায়ত্তশাসনের কিছু কিছু ক্ষমতা অপব্যবহার করিয়াই যে এইসব অপকর্ম করা হইয়াছে তাহা অস্বীক
করিবার উপায় নাই। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইলেই
যাবতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে আমাদের অভিজ্ঞতা তাহা বলে না। মাথাব্যথার জন্য আম
মাথা কাটিয়া ফেলার পক্ষপাতী নহি। তবে বাস্তব দিক বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার বিশ্ববিদ্যাল
স্বায়ত্তশাসন আইনের কোন্ কোন্ দিকগুলির অপব্যবহার হয় এবং হইতেছে। সেই অনুযায়ী ইহ
সংশোধন হইলে আপত্তি করার কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

সবচাইতে ভালো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আগাই
আসিলে। স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার করিয়া অতীতে কিছুসংখ্যক নীতিভ্রষ্ট দলবাজ শিক্ষ
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যাহা করিয়াছেন তাহা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বা স্বায়ত্তশাসনকেই প্রশ্নবিদ্ধ ক
নাই, একই সাথে শিক্ষক হিসাবে তাহাদের ভাবমূর্তিকেও কালিমালিপ্ত করিয়াছে। নিজেদের স্বচ্ছতা
জবাবদিহিতার ব্যাপারে শিক্ষক সমাজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করিলে শিক্ষ
নামধারী দলবাজ দুর্বৃত্তরা পালাইবার পথ খুঁজিয়া পাইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহারা শুধু সংখ্য
দিক হইতেই লঘু নহে, নৈতিক দিক হইতেও দেউলিয়া।

আমরা মনে করি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দলীয় বিবেচনায় গত দুই দশক-আড়াই দশক যাব
অবৈধ নিয়োগ যাহা কিছু হইয়াছে, দেরীতে হইলেও, সত্য রক্ষা ও আইন-কানুনের স্বার্থে সেইস